৭৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

টঙ্গী-উত্তরায় স্কুলে ভর্তি চিত্র

ছাত্র খুঁজতে শিক্ষকরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে ।। নামে মাত্র ভর্তি পরীক্ষা

।। মোঃ মাহবুবুল আলম ।।

টঙ্গী, ১৭ই জানুয়ারি।– রাজধানী ঢাকায় ছেলে–মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানো নিয়ে অভিভাকেরা দিশেহারা, কোথাও "ঠাঁই নেই অবস্থা"। অথচ রাজধানীর অতি নিকটে শিল্প শহর টঙ্গী এবং উত্তরা উপ–শহরে দেখা যাচ্ছে এর উল্টো চিত্র। এখানে অভিভাবকেরা উৎকণ্ঠিত নয়। বরং বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ দারুণ উৎকণ্ঠায় রয়েছে।

এখানে স্কুলগুলো প্রয়োজনীয় ছাত্রছাত্রী পাচ্ছে না। ছাত্রছাত্রী খুঁজে এনে ভর্তি করানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষকদের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ি বাড়ি পাঠাচ্ছেন অভিভাবকদের অনুরোধ করতে যেন, তাদের ছেলে–মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানো হয়। শিল্প শহর টঙ্গী ও উত্তরা উপ–শহরে মাত্র দু'চারটে স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বাকি সব স্কুলে কোন ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানো হয়। এমনকি অধিকাংশ স্কুলে বছরের সব সময়ই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার সুযোগ থাকে। কোন কোন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও তাতে ভর্তি পরীক্ষার কোন গুরুত্ব থাকে না। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলেই অথবা ফরম পূরণ করে টাকা জমা দিলেই ভর্তি হওয়া যায়। গত কয়েক বছর ধরে এখানে বিভিন্ন অলিগলিতে এমনকি আবাসিক বাড়িঘরে অসংখ্য স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যেগুলোর কোন সরকারি অনুমোদন নেই। কলেজ–ভার্সিটির ছাত্র অথবা গৃহবধূদের দ্বারা পরিচালিত এসব ব্যক্তি মালিকানাধীন স্কুলগুলো অত্যন্ত সহজে ও অভিভাবকদের অনুরোধ করে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাচ্ছে। টঙ্গী ও উত্তরা উপ–শহরে মাত্র দু' চারটে স্কুলে সঠিক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

টঙ্গীতে ১৪টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২টি বিটিএমসি পরিচারিত, ১টি বিজেএমসি পরিচালিত, ১টি প্রাইভেট কারখানা পরিচালিত, ১টি সরকারি ও ৯টি সরকারি বেতন প্রদত্ত। টঙ্গী থানায় ১৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া ৩টি রেজিস্টার্ড এবং ৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় আরো ২০/২৫টি ব্যক্তি মালিকানায় স্কুল গড়ে উঠেছে। উত্তরা উপ–শহরে কোন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় না থাকলেও প্রায় অর্ধশত ব্যক্তি মালিকানা স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত বেশি বেতন ও ফি নিয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। শিল্প শহর টঙ্গী, উত্তরা থানার দক্ষিণ খান ইউনিয়ন, উত্তরখান ইউনিয়ন এবং গাজীপুর সদর থানার গাছা ইউনিয়ন ও বাসন ইউনিয়নে সরকারি বেতন প্রদত্ত বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অধিকাংশই আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত স্বল্প আয়ের। এসব স্কুল ছাত্র বেতন দিয়ে শিক্ষক বেতনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বহন করে। শিক্ষকেরা তিন–চার মাস ধরে সরকারি বেতন পান না। একমাত্র ছাত্র বেতনই তখন ভরসা। এ কারণে এসব স্কুলের আসন সংখ্যা অনির্ধারিত রেখে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। আর্থিক কারণে বাধ্য হতে হয় আগত সকল ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করতে। সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে কোন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা বা বার্ষিক পরীক্ষায় কড়াকড়ি করলে ছাত্রছাত্রীরা সে স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হয়। ফলে প্রায় সব স্কুলেই ছাত্রছাত্রী ধরে রাখার জন্য ভর্তি পরীক্ষা বা বার্ষিক পরীক্ষায় কোন কড়া ব্যবস্থা নেয় না। অপরদিকে বিভিন্ন স্থানে আকর্ষণীয় ইংরেজি নাম ব্যবহার করে অসংখ্য ব্যক্তি মালিকানা স্কুল গড়ে উঠছে যেখানে বিত্তশালী অভিভাবকেরা ঝুঁকে পড়ছে।

ব্যাপক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এ অঞ্চলের স্কুলগুলো ভর্তিকে সহজ করে দিয়েছে। এ কারণে রাজধানী থেকে অপেক্ষাকৃত কম মেধার ছাত্রছাত্রী এখানকার বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করে, ফলে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল এখানে আশানুরূপ হয় না।